ভোরের কাগজ

তারিখ ...2 0 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম : এনজিও নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে দেশের ৬৭টি উপজেলায় 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য নাম সর্বস্ব ও অনভিজ্ঞ এনজিওদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের অভিযোগ করেছে সিরাজগঞ্জের কয়েকটি এনজিও পরিচালক। গত সোমবার সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করা একটি স্মারকলিপিতে এ অভিযোগ করা হয়েছে। গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ চুক্তি করেছে।

জানা গেছে, সরকার প্রতিটি ওয়ার্ডে লাইব্রেরি স্থাপন করে পড়ুয়াদের নিয়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের এনজিওদের কাছে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করার জন্য সার্কুলার জারি করে। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক দেশের সকল জেলা ও উপজেলা থেকে বহু প্রতিষ্ঠিত এনজিও আবেদন করে। কিন্তু এসব আবেদন যাচাই-বাছাই না করে নাম সর্বস্ব ও অনভিজ্ঞ এনজিওদের সঙ্গে শিক্ষা অধিদপ্তর চুক্তি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিয়ম রয়েছে, যেসব এনজিও প্রতিষ্ঠানের উপজেলা ও জেলা সদরে অফিস বা কার্যক্রম নেই তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন না করার। অথচ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মকর্তারা প্রথম পর্যায়ে ৬৭টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যেসব এনজিওর সঙ্গে চুক্তি করেছে তার অধিকাংশই ভুয়া। এক্ষেত্রে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় রয়েছে। সিরাজগঞ্জের জন্য যে ৯টি এনজিওর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই সিরাজগঞ্জে নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত সোমবার সিরাজগঞ্জে সামস এনজিও কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জিকেএস-এর পরিচালক খন্দকার সেলিম জাহাঙ্গীর, সার্প পরিচালক শওকত আলী ও সামস পরিচালক সাফিনা লোহানী বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়ম লঙ্ঘন করে উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ কারণে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করার জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এনজিও প্রতিনিধিরা দেশের স্বার্থে ঐ চুক্তি বাতিল করে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।